প্রথম আলো

তারিখ ... 16 MAY 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ শিথিল

বোরহানুল হক সম্রাট

প্রজ্ঞাপন জারির দু মাসের মধ্যেই শিথিল করা হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ। এ আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার কথা তুলে ধরা হলেও মাদ্রাসাশিক্ষকদের সংগঠন ও নেতাদের অব্যাহত চাপ সৃষ্টির কারণেই তা শিথিল করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, এ বছরের ৫ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) মোট শিক্ষকের শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়। আদেশে বলা হয়, কোনো কারণে পদ শূন্য হলে যতক্ষণ কোটা পূরণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিতে 'পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই' লিখে দিতে বলা হয়। আদেশে বলা হয়, নতুন কোনো প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ না হয়ে থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা যাবে না।

জানা গেছে, মাদ্রাসাশিক্ষক ও ইসলামি সংগঠনগুলোর অব্যাহত বিরোধিতা ও চাপের কারণে শেষ পর্যন্ত এ আদেশ শিথিল করা হচ্ছে। কারণ, গত ১২ এপ্রিল মন্ত্রণালয়ে পাঠানো মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক চিঠিতে বলা হয়, নতুন এ আদেশের ফলে বিভিন্ন মাদ্রাসার জন্য আবেদনকারী ২ হাজার ২২০ জন শিক্ষকের এমপিওভুক্তির আবেদন চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও তা স্থগিত হয়ে যাবে। স্কুল ও কলেজে কিছু বিষয়ে মহিলা শিক্ষক প্রার্থীর তীব্র সংকটের কারণে স্থগিত হয়ে যাবে ৭ হাজার ২১৮ শিক্ষকের এমপিও দেওয়ার বিষয়টি।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) দেওয়া হচ্ছে। শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা কোটার বাধ্যবাধকতা ওই আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এ ছাড়া যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষিকা না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রেও এ আদেশ শিথিল করা যাবে।

মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, মহিলা শিক্ষিকা পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি তদারকি করবে কে, এর সত্যতা যাচাই কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মাদ্রাসাশিক্ষক ও ইসলামি সংগঠনগুলোর চাপের কারণে আদেশটি শিথিল করার মাধ্যমে এ উদ্যোগটিকেই অকার্যকর করে ফেলা হলো বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে বলেন, কোনো চাপে নয়, বাস্তবতার কারণেই ক্ষেত্রবিশেষে এ আদেশ শিথিল করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলনও বলেন, মহিলা প্রার্থী থাকলেও মহিলা শিক্ষকের জন্য প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না জানিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে বিভ্রান্ত করে। তবে প্রতিমন্ত্রীও কোনো চাপের কারণে এ আদেশ শিথিল করার কথা অস্বীকার করেন।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক দিলারা হাফিজ বলেন, মহিলা প্রার্থীর সংকট থাকার কারণেই আদেশ শিথিল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে আদেশ জারির আগে পর্যন্ত যারা আবেদন করেছিলেন তাদের এমপিও দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ আদেশ জারির পরপরই সোচ্চার হয়ে ওঠে মাদ্রাসাশিক্ষকদের সংগঠন জমিয়েতুল মোদাররেছিন। সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি ও মহাসচিব এক যৌথ বিবৃতিতে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ শিথিল করার দাবি জানান।

রাজশাহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ১৮ এপ্রিল মাদ্রাসাশিক্ষক সম্মেলনে বক্তারা প্রয়োজনে মহিলা মাদ্রাসায় ১০০ ভাগ মহিলা শিক্ষিকা এবং পুরুষ মাদ্রাসায় ১০০ ভাগ পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানান। এ ছাড়া গত ২৮ এপ্রিল পল্টন ময়দানে ইসলামী ঐক্যজোট আয়োজিত ইসলামি আইন বাস্তবায়ন কমিটির গণসমাবেশে ঘোষিত আট দফা প্রস্তাবের মধ্যে সহশিক্ষা বন্ধ ও মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানানো হয়।